R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে মাঘ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

চারদিক দেখলে জঙ্গিপুর নতুন জেলার প্রাধান্য পেতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলাকে কাজের গতি ও এলাকার মানুষের সুবিধার উদ্দেশ্যে ৫০টি জেলায় ভাগ করে দেয়া যায় কিনা এই নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক মহলে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। সচিব অমিতকিরণ দেবের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে বলে খবর। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর থেকে অন্যান্য মহকুমার চেয়ে জঙ্গিপুরের দূরত্ব অনেক বেশী। জনসংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়েও এই মহকুমার ভাগীরথীর উপর দীর্ঘ ফরাক্কা ব্রীজ ছাড়া ফরাক্কায় এন টি পি সি থার্মাল প্ল্যান্ট, অন্যদিকে সাগরদীঘিতে পি ডি সি এল এর থার্মাল প্ল্যান্ট চলছে। এছাড়া বৃহৎ সিমেন্ট প্রস্তুতকারক সংস্থা অম্বুজা গ্রুপের ফরাক্কায় সিমেন্ট কারখানা চলছে। অন্যদিকে বিড়লা গ্রুপের সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানা সাগরদীঘিতে প্রস্তুতির পথে। এর সঙ্গে জঙ্গিপুরের বিশেষ গুরুত্ব বাড়াচ্ছে সাগরদীঘিতে সেনা ছাউনী নির্মাণ। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লক বাদে লালগোলা ও ভগবানগোলা এলাকা জুড়ে নতুন জেলা চালু হবার সম্ভাবনা প্রবল বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

জমিতে জল বণ্টনের মতো সরকারী দপ্তরগুলোতে লুটমার চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বোরো চাষে সেচের প্রয়োজনে সরকার থেকে ভূগর্ভস্থ বা নদী থেকে জল উত্তোলন করে বিভিন্ন এলাকার জমিতে বিতরণের নিয়ম বহু দিনের। এর জন্য একজন করে ও সি এম নিযুক্ত আছেন প্রতিটি সেন্টারে। এবং জল যাতে নির্দিষ্ট এলাকায় সুষ্ঠুভাবে বন্টন হয় তার জন্য বেনিফিসিয়ারী বা মাঠ কমিটিও আছে। জলের জন্য বোরো চাষে একর প্রতি ৮১৬ টাকা এবং আমনের ক্ষেত্রে ২০৪ টাকা সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসে জমা দেয়ার নিয়ম। কিন্তু বেশীর ভাগ চাষী ও সি এম বা অপারেটরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জমিতে জল নেয়। যার ফলে বহু এলাকায় অবৈধভাবে জল বিলি চলছেই। অনুসন্ধানে জানা যায়, অপারেটরের সঙ্গে টাকার সমঝোতা করে বহু স্বচ্ছল চাষী তার বৃহৎ এলাকার জমিতে জল নিয়ে অপারেটরের এ্যাপ্রুভ্যাল শ্লিপের ভিত্তিতে ব্লক অফিসে সামান্য টাকা জমা দেন। তাই দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট এলাকার জমির পরিমাণ বা জল সরবরাহ সেন্টারের ক্ষমতা মতো সরকারের ঘরে টাকা জমা পড়ছে না। জল উত্তোলন মেসিনপত্র দেখাশোনার জন্যও আবার সাব এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার (শেষ পৃষ্ঠায়)

মোটর সাইকেলের ধাক্কায় ফুড ইন্সপেক্টরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ফুড এন্ড সাপ্লাই অফিসের ইন্সপেক্টর অজিত বসু (৫৯) গত ২৮ জানুয়ারী '০৯ দুপুরে এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলে দু'দিন পর সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। খবর, অজিতবাবু বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ গোডাউনের চার্জে ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া করে কর্মস্থলে আসছিলেন। গোডাউনের গেটের মুখে বিপরীত দিক থেকে আসা মোটর সাইকেল আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অজিতবাবুকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচন্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে তিনি মাথায় প্রচন্ড (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায়ে অশান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের ছোটকালিয়া হরিতকিতলায় সরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায় নিয়ে এক গন্ডগোল সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে রূপ নেয়। শেষে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘটনা আয়ত্বে আসে। জানা যায়, ওখানকার জঙ্গল ক্লাবের সদস্যরা মদ্যপ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

হায় নেতাজী !

গত ২৩ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইল। তদুপলক্ষে তাঁহার মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এলগিন রোডস্থ নেতাজীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন তথা নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইল।

আপোসী স্বাধীনতার যিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, যিনি ভারতের জন্য চাহিয়াছিলেন অখন্ড স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে যিনি এই যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেশের জন্য নানা শিল্প পরিকল্পনার কথা যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাতৃমুক্তির সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির দ্বারা 'The patriot of the patriots' আখ্যায় ভুষিত হইয়াছিলেন এবং ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের দ্বারা যিনি হিটলারের কুইসলিং এবং তোজোর কুকুর ইত্যাদি আখ্যা লাভ করেন, সেই প্রকৃত দেশপ্রাণ সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের দরবারে এক অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের নিন্দা ও প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি অপর রাষ্ট্রের (যেমন আমেরিকার) সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, তবে ভারতীয় জনগণের আশাআকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা চাহিলে তাহা আদৌ দূষণীয় নহে—ইহাই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'—ইহা তাঁহার কন্ঠ হইতে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কষ্টই তাঁহাকে পরাভুত করিতে পারে নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন; জার্মানী হইতে সজাগ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া ৯০ দিন সাবমেরিণে করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জাপানে উপস্থিত হন—সবই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতার নাগপাশমুক্তি।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন ১৯৪৪ সালে তাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপে ভারত বিভক্ত হইবার আভাস পাইয়াছিলেন এবং অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বেতার ভাষণে বলিয়াছিলেন—"I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our mother-land".... "Our divine mother-land shall not be cut up." কিন্তু ক্ষমতালাভের লোভ দেশপ্রেমকে মান্যতা দিল না। সেই ভারত-দ্বিধাকরণের বিষবৃক্ষ আজ মহীরুহ হইয়া দেশের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে নানা অশান্তি। নেতাজীর ভারতের স্বপ্নস্বাধ আমরাই—তাঁহার দেশবাসীরাই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আজ তাঁহার জন্মজয়ন্তী পালনের বিবিধ ঘটা করিতেছি। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস।

দেশের মধ্যে আজ নানা রাজনৈতিক দল—নিত্য স্বার্থদ্বন্দ্বে মত্ত। এক দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিতেছে অন্য দল। ফলতঃ কোন ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিপক্ষ সেই ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে সোচ্চার হইয়া জনকল্যাণমুখী কর্মধারার সৃষ্টি করিবে—তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একই দলে নানা ভাঙন; আর প্রতিপক্ষ দল সেই ভাঙনকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সুবিধা লাভে সচেষ্ট। দেশের অবস্থা তথৈবচ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা, তাঁহার জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের অদ্যাপি জন্মিল না—ইহাই দুর্ভাগ্য।

সাধা-রণ-তন্ত্র

রচনা : শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

ছাব্বিশে জানুয়ারী যে সাধারণতন্ত্র দিবস বলিয়া দেওয়াল পঞ্জিকায় লাল অক্ষরে ছাপা হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, দেশের শতকরা ১৫ জন লোকের মধ্যেও সকলে যে সাধারণতন্ত্রের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায় নাই, যে "সাধারণতন্ত্র দিবসে" জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার লোক সংগ্রহ করিতে না পারিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা সে সাধারণতন্ত্রের কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য সাধা-রণ-তন্ত্র। সাধা=সিদ্ধি লাভ করার জন্য অভ্যাস করা, রণ=যুদ্ধ, তন্ত্র=পদ্ধতি।

চাষার ছেলে, মা-বাপে নাম রেখেছিল নিত্যানন্দ। বাবার পরলোকের পর নিত্যানন্দ এখন মালিক। মা নিতু বলে ডাকেন। অন্যান্য লোকে যার যেমন সম্পর্ক—কেউ নিতাই দা', কেও নিতাই কাকা, কেউ বা শুধু নিতাই বলে ডাকে। বাড়ীর অতি নিকটে গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়ী। তিনি ডাকেন 'নিতে' ব'লে। নিত্যানন্দের নিত্যকর্ম পরের জমিতে মজুর খাটা। নিত্যানন্দের বাপ-মা যদি তার নাম 'সদানন্দ' রাখতেন, তাহলে যেন মানাতো ভালো। ছেলে পাঁচ বৎসরে পড়িবামাত্র কি ভদ্র কি ইতর সবাই লেখাপড়া শিখাবার জন্য আজকাল চেষ্টা করছে, নিত্যানন্দের বাপ ছেলে পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপরাজ নন্দের অনুকরণে ছেলের হাতে খড়ি না দিয়া দিয়াছিলেন গোচারণের পাচনি। বাপের জীবদ্দশাতেই নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরামের মত হলচালনাতেও পারদর্শী হইয়া "প্রোমোশন" পাইয়াছিল। পৈতৃক জমি-জমার ভেজাল নাই। পরের জমিতে খাটে। দিন দিন মজুরী নেয়। তাতেই চালায়।

সকালবেলায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই যখন দক্ষিণ হস্তে কাস্তে, বাম হস্তে বরুণ ও তপনের আক্রমণরোধক তালপাতা বা বাঁশের বিত্তি দিয়া প্রস্তুত সাহেবের টুপির মত শিরস্ত্রাণ, (ইহাকে কোথাও টোকা আবার কোথাও মাথালি বলে), অঞ্চলে মুড়ি লইয়া সেদিনের নিয়োগকারীর ক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন মনে হয় যেন দৈন্য-বিজয়ী বীর দক্ষিণ হস্তে তরোয়ার এবং বাম হস্তে ঢাল লইয়া প্রবল শত্রু 'অভাবের' প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। সে লাঙ্গল বাহিবার জন্য নিযুক্ত হইলেও প্রত্যহ কাস্তেখানি লইয়া যাওয়া চায়ই। কারণ জংলা উলু খড় এক আঁটি কাটিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আনা তাহার নিত্যকর্ম। দুপুরের রোদে যখন মালিকের গরু দুটিকে বিশ্রাম দিয়া নিজে গাছতলার ছায়ায় বসিয়া অঞ্চলের মুড়ি খুলিতে আরম্ভ করে তখন নিতাই কীর্তনের সুরে গান ধরে

(মোরা) তরুতলে প'ড়ে রহি,
গরু সনে কথা কহি,
মরুভূমে ফলাই ফসলগো—
নিবা'তে জঠরানলে
আহার বাঁধি অঞ্চলে
অঞ্জলি পুরিয়া খাই জলগো—

মালিকের গরু দুটিকে তাঁর গোয়ালে বাঁধিয়া দিয়া নিতাই উলু খড়ের আঁটি মাথায় লইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যার পর বাড়ী প্রবেশ করে। গানের সুর কানে (৩য় পৃষ্ঠায়)

খুঁটি

শীলভদ্র সান্যাল

হুঁচোট খেয়ে এই কথাটা জেনেছি সার ভাই
স্বার্থ গরু বাঁধার মত যাদের খুঁটি নাই
মাথার ওপর নেই কো যাদের শক্ত-পোক্ত ছাদ
জীবনটা যে তাদের কাছে নিতান্ত বর বাদ
ওপরন্তু'লার সাথে যাদের নেই কোনও সংযোগ
রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে তাদের পরম দুর্ভোগ !
মোদ্দা কথা, নেই জাঁদরেল যাদের মামা-কাকা
ইহকালটা ফর্সা তাদের, পরকালটা ফাঁকা !
হোক না তারা লম্বা খাটো, গোড়া থেকে আগা
এই দুনিয়ায় তারা যে ভাই পরম হতভাগা !
এই তো যেমন, ফল্টে ছোঁড়া ডিস্টিংকসন নিয়ে
কলেজ থেকে বছর কয়েক পাশ দিয়েছে বি, এ
যেহেতু তার ধরার মত কেউ নেই তিন কুলে
মাষ্টারিটাও জুটলনা তার প্রাইমারি ইস্কুলে।
অথচ ওই কলুপাড়ার কালু উকিলের বেটা
কাজ বাগালে খুঁটির জোরে, এমনই বুকের পাটা
কারণ বুড়ো তারিণী খুড়ো স্কুলের সেক্রেটারি
কে আছে তার পথের কাঁটা, ঠেকায় কে মাষ্টারি !
আমার বাল্যবন্ধু পাঁচু অদৃষ্টের দোষে
উনিশ বছর আগরতলায় যাচ্ছে কেবল ঘষে
খুঁটির অভাব, তাই কিছুতে হচ্ছে না ট্রান্সফার
অ্যাপ্লিকেশন না মঞ্জুর হচ্ছে বারংবার।
বললে আমায়, 'শুনেছি তোর মামা মিনিষ্টার
ট্রান্সফারটা করিয়ে দিয়ে করনা উপকার।'
টেনিফোনে মামায় ঈষৎ মালিশ করে দিতে
কাজটি হাসিল হ'য়ে পাঁচুর স্বস্তি এল চিতে।
তাই বলি যার এই দুনিয়ায় নেইকো খুঁটির জোর
সারা জীবন তার কপালে দুঃখ আছে ঘোর
এ সংসারে যাহার খুঁটি আছে কিম্বা নেই
কেউ উঠে যায় মগডালে, কেউ রয় যে তলাতেই ॥

বিজ্ঞপ্তি

সুতী-১ ব্লকের হিলোড়া গ্রামের রেশন ডিলার ছিলেন বিজয় খামারু ও নিখিল খামারু। নিখিলবাবু জীবিত থাকার বছর খানেক আগে তাঁর স্ত্রী অনিতা খামারু এক বছরের মেয়ে নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে নিখিলবাবু মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং সুতী থানার অধীন আউট পোষ্টে ডাইরী করেন। এর বছর খানেক পর নিখিলবাবু রোগে-শোকে মারা যান। বর্তমানে আমি বিজয় খামারু রেশন দোকানের মালিকানা আমার নামে করে দেওয়ার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিকের কাছে আবেদন জানিয়েছি। নিখিল খামারুর কোন ওয়ারিশ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিকের কাছে আপত্তি জানাবেন। এরপর কোন আপত্তি কার্যকরী হবে না।

বিজয় খামারু, হিলোড়া, মুর্শিদাবাদ

সাধা-রণ-তন্ত্র (২য় পৃষ্ঠার পর)

যাইবামাত্র স্বামীর আগমন সংকেত পাইয়া নিতাই-এর বউ এক ঘটি জল তার হাত-পা-মুখ ধুইবার জন্য দিয়া নিত্য পতি-দেবতার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষা করে। নিতাই-এর প্রশ্ন ও আদেশ অদূরবর্তী জমিদার বাড়ী হইতে বেশ শোনা যায়।

নিতাই—ধার শোধ করেছ ?
বউ—করেছি।
নিতাই—ধার দিয়েছ ?
বউ—দিয়েছি ?
নিতাই—জলে ফেলে দিয়েছ ?
বউ—দিয়েছি।

এইবার নিতাই বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে সহধর্মিণীকে বলে—

জ্বালাও সহস্র বাতি,
ভোজনে বসুক নরপতি।

জমিদারবাবু রোজ রোজ এই কুটিরবাসী কৃষকের স্পর্দ্ধিত বাক্য শুনিতে শুনিতে একদিন এক দারোয়ানকে হুকুম দিলেন—কাল ভোরে খাটতে যাবার আগে বেটা 'নিতে' চাষাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসবে। হুজুরের আদেশমত দারোয়ান নিতাইকে তাঁর কাছে হাজির করিল। জমিদার তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হ্যারে নিতে ! রোজ কত রোজগার করিস ? নিতাই—কোন দিন দশ আনা, কোন দিন বার আনা। জমিদার—এই পয়সায় ধার শোধ করিস, ধার দিস, জলে ফেলে দিস, আবার বেটা সহস্র বাতি জ্বেলে তার আলোতে নরপতি হ'য়ে ভোজনে বসিস ? নিতাই একটুও সমীহ না ক'রে বলিল—বাবু, সব ঠিক। বুড়ো মা আছেন, তাঁর ধার জীবনে শোধ হবার নয়। তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে কি না—তাই জিজ্ঞাসা করি। ছেলেটা আছে, তাকে যা খেতে দিই, তা ধার দেওয়া বই কি ? যখন বুড়ো হবো, যদি ছেলের মত ছেলে হয়, তবে আমাকে আর ওর মাকে দুমুঠো দিবে, কাজেই ধার দেওয়া। আর আছে একটা বাপ-মা মরা ভাগনে। ত্রিসংসারে ওর কেউ নাই। ওকে যা খেতে দেওয়া হয়, তা জলে ফেলে দেওয়ার সামিল। শাস্তরের কথা বাবু—"যম, জামাই, ভাগনা, তিন হয় না আপনা।" যেদিন রোজগার করতে পারবে আমার বাড়ী হ'তে তফাৎ হ'য়ে যাবে। যাবার সময় যদি না বলে "বাবা মরবার সময়, মামাকে হাজার টাকা দিয়েছিল, মামা সেটা মেরে দিয়ে. আমাকে তাড়িয়ে দিলে", তা'হ'লে সেটা আমার বাবার ভাগ্যি বলতে হবে। খেয়ে, মেখে আর পিদিম জ্বালার তেল থাকে না, তাই রোজ জঙ্গল থেকে উলু খড় এক আঁটি কেটে আনি। আমার স্ত্রী তাই এক মুঠো ক'রে নেয়, আর আগুনে ধরে, আমি সেই আলোতে ভাত খেয়ে নিই। স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা ক'রে সহস্র বাতি বলি, তা কম ক'রেই বলা হয়, এক আঁটি খড়ে লক্ষ বাতি হয় বাবু ! বাবু তাঁর হরেক রকম ঝঞ্ঝাটের সহিত নিতাইয়ের সাধা-রণ-তন্ত্র তুলনা করিয়া বুঝিলেন—

সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং
যৎ সুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং,
ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাং ॥

(রচনাকাল : ১৩৫৯)

সরস্বতী পুজোর চাঁদা (১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় সরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি ম্যাটাডোরকে আটকায়। ঐ ম্যাটাডোরে রহমানপুর ও বরজের কিছু কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। জোরজবরদস্তি চাঁদা আদায় করতে গিয়ে গন্ডগোল চরমে ওঠে। উভয় পক্ষের বচসা হাতাহাতিতে চলে আসে। এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার ডালিম মির্জা জঙ্গিপুর ফাঁড়িতে ফোন করেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পেঁছিলে চাঁদা আদায়কারীরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়।

জমিতে জল বণ্টনের (১ম পৃষ্ঠার পর)

ইরিগেশন দপ্তর এর সঙ্গে যুক্ত। জমিতে জল বন্টনের টাকার বখরা অপারেটর, বেনিফিসিয়ারী কমিটি, ইরিগেশন দপ্তর, ব্লক প্রত্যেকেই পায়। প্রত্যেকটা সরকারী দপ্তরেই এইভাবে লুটমার চলছে।

মোটর সাইকেলের ধাক্কায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

আঘাত পান। মাথা ফেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। জ্ঞানহীন অজিতবাবুকে বহরমপুর থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান। মোটর সাইকেল চালক মিঞাপুরের বাসিন্দা বিদ্যুৎ কর্মী সুধীর সরকারের ছেলে সোমনাথ সরকার। অজিতবাবুর মৃত্যুর ঘটনার পরও শহর এবং শহরের উপকণ্ঠে বেপরোয়া মোটর সাইকেল চালানোর ফলে দুর্ঘটনা একটার পর একটা ঘটে চলেছে, অথচ পুলিশের কোন ভুমিকা নেই।

চুরি গিয়েছে

গত ২৭ জানুয়ারী '০৯ দুপুরে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা আমার মোটর সাইকেলের বাক্স ভেঙে ভেতরে রাখা কালো রঙের হাত ব্যাগটি দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালায়। ব্যাগে মূল্যবান কিছু কাগজপত্র আছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় এই মর্মে ডাইরি করি (নং ১৫৭৯, তাং ২৭-১-০৯)। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে ৯৭৩২৮২০৬১০ মোবাইলে যোগাযোগ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer, Murshidabad Division

P. H. Engineering Dte., 4, C. R. Das Road

Berhampore, Murshidabad

Fax No.—03482-252481, c-mail address :- ee msd@wbphed. gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE NO.-37/MSD/PHE/2008-09

Separate scaled tenders in BF 2911 (ii) are hereby invited by the Executive Engineer, Murshidabad Division, P. H. Engineering Dte., 4. C.R. Das Road, Berhampore, Murshidabad from Enlisted class—III contractor of this Directorate to execute the similar nature of work for the following works.

Sl. No.	Name of Works	Departmental Estimated Cost Rs.	Earnest Money Rs.	Price of Tender Document Rs.	Eligible class
1.	Operation and maintenance of distribution system and rising main pipeline of Karimpur-Jalangi Zone-1, II & III Water Supply Scheme for one year i.e. 01/03/09 to 31/02/10.	2,50,000.00	6250.00	55.00	Class-III
2.	Operation and maintenance of distribution system and rising main pipeline of Salar, Kagram, Dakshinkhanda & Simulia-jaulia Water Supply Scheme for one year i.e. 01/03/09 to 31/02/10.	3,40,000.00	8500.00	80.00	Class-III

The last date for (i) receiving application for permission to participate in the tender (ii) sale of tender and (Iii) submission of tender are (i) 12/02/09 upto 2-00 PM (ii) 13/02/09 upto 3-00 PM (iii) 16/02/09 upto 2-00 PM. The tender will be opened in the same date immediately after closing time of submission of tender.

The tender will be opened on the same date after 2-00 PM.

Permission for tender papers will not be entertained if send by post.

Intending tender's must show enlistment renewal order or FSD submitting documeuts at the time of application.

Under any circumstances, if any of the days or day of application / purchase / dropping are declared as holidays or Bandh, the date of tender (application, purchase and dropping) will automatically become the next working date and time will be same. No separate notification will be issued in this respect.

No tender paper will be issued under clearance certificate of current validity granted by Sale Tax department are to be produced and the Xerox Copy of the same will be retained with addition to Professional Tax and PAN CARD.

Any Further information, the detailed NIT may be seen / obtained form the office of the teuder Inviting authority within working hours.

Executive Engineer, Murshidabad Division, P. H. Engineering Dte.

Memo No. 71/D. I. C. O. Murshidabad Date 28-1-09

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুক্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।